জিহ্বা যখন জাহান্নামে নিয়ে যাবে

পরিবেশনায়ঃ **Misconception About Islam**

জিহবা যখন জাহান্নামে নিয়ে যাবে

আমরা এমন এক এলাকায় বসবাস করি যেখানকার অধিকাংশ মানুষ নরখাদক! আমরা রাস্তায়, অফিস আদালতে, ঘরে বাইরে লোকদের মৃত ব্যক্তিদের মাংস খেতে দেখেছি। মহিলারা পর্যন্ত এত নরমাংস খায় যে তাদের দাঁতের ফাঁকে তা লেগে থাকে। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? তবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, বিচার দিনের মালিক আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতাআলার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে-

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই এটাকে ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।(সুরা হুজুরাত: ১২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হাজ্জের কুরবানীর দিন মিনায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানযোগ্য, যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও স ম্মানযোগ্য। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারি ও মুসলিম)

মুসলিমদের কখনই ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় এমন কোন কথা বলা উচিত নয়। কুরআনে আল্লাহ বলছেন- *তোমরা নিজেদের আহত, ক্ষত কর না।* নিজেদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আহত করতে পারে? আল্লাহর এই বাণী দিয়ে বোঝানো হয়েছে গোটা মুসলিম সমাজ একটা অখন্ড সত্তা। একজন যদি তার ভাইকে আহত করে তবে সে আসলে নিজেকেই আহত ও ক্ষতবিক্ষত করে।

মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষার্থে ইসলামের স্বর্ণযুগের মনীষীরা কতটুকু সর্তকতা অবলম্বন করতেন তা একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে। ইমাম আহমদ (র) উকবার (রা) কেরানী দুজায়ন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দুজায়ন (র) একদিন উকবাকে (রা) বললেন তার কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে, তিনি তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে চান। তিনি উকবার (রা) মতামত চাইলেন। উকবা (রা) বললেন, না তা কোরনা। তাদের উপদেশ দাও ও ভীতি প্রদর্শন কর। তিনি তাই করলেন কিন্তু কোন ফল হলনা। এবার দুজায়ন (র) এসে বললেন, আমি তাদের নিষেধ করেছি, কিন্তু তারা বিরত হয়নি। আমি তাদের পুলিশে দিব। উকবা (রা)

বললেন, কপাল পোড়া! এরকম কোরনা। আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে একজন মুমিনের দোষ গোপন রাখল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যাকে কবর থেকে তুলে জীবন্ত করল।

এখানে যে যে বিষয়ে কথা বলা হারাম তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো–

১. গীবত: রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার মৃত ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, আপনার কি মত, আমি যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বলেন, যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে।

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারছি গীবত ও মিথ্যা অপবাদের স্বরূপ কি। আমরা যদি বলি অমুক কৃপণ, অমুকের ব্যবহার খারাপ এই সব কথাই গীবত। কোন ব্যক্তি খারাপ হতে পারে কিন্তু আমরা যদি বলি লোকটা এত টাকা কামালো কিভাবে, নিশ্চয়ই দুইনাম্বারি ব্যবসা আছে– এসব কথা মিথ্যা অপবাদের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের কথা হারাম এবং এর শাস্তিও ভয়ংকর।

আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আমি একদল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং তাদের মান–ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। গীবতের শাস্তি এই দুনিয়াতেও দেয়া হবে। রাসূলুলাহ্‌ (সা) বলেছেন, হে ঐ সব লোক! যারা মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গীবত কর না, তাদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না। কারণ যে মুসলিমের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেন। আর আল্লাহ যার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেন তাকে তার নিজের ঘরেই অপদস্ত করে ছাড়েন।

গীবত শুধু করাই নয়, শুনাও হারাম। কোন ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাতে বাধা দিবে। যার গীবত করা হচ্ছে তার পক্ষে কথা বলা যেতে পারে। আর এভাবে বিরত না রাখতে পারলে সে স্থান ত্যাগ করতে হবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই। কুরআনে আল্লাহ বলছেন

وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ

তারা কোন অসার বাক্য শুনলে তা উপেক্ষা করে চলে যায়। (সুরা কাসাস: ৫৫)

আল্লাহ আমাদের আরো জানাচ্ছেন: শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। (সুরা বনী ইসরাইল:৩৬)

প্রশ্ন জাগতে পারে মুমিনদের গীবত করা হারাম, কিন্তু কাফের মুশরিকদের গীবত করা যাবে কিনা। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে শিশু, পাগল ও কাফের জিম্মির গীবতও হারাম, কারণ তাদের পীড়া দেয়া হারাম করা হয়েছে। এমনিতে কাফেরদের গীবত করা হারাম না হলেও নিজের সময় অপচয় করার কারণে তা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)।

মানুষের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে গিয়ে আমরা অনেক সময় না জেনেও মিথ্যা অপবাদ দেয়া শুরু করি। এই মিথ্যা অপবাদের জন্য ঘোষিত হয়েছে কঠোর হুশিয়ারি। কেউ যদি কোন মুমিন সতী মহিলার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তবে তা প্রমাণ করতে না পারলে শরিয়তে ৮০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণিত সাতটি ধ্বংসাত ্রক কবিরা গুনাহগুলোর একটি এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত ও আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে:

যে লোক কারো সম্পর্কে এমন কথা বলল– যা তার মধ্যে নেই– শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে দোষী করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামে বন্দি করে রাখবেন, যতক্ষণ না তার বলা কথার সত্যতা সে প্রমাণিত করে দিবে। (তাবারানি)

এখন ধরা যাক অসাবধানতাবশত কারো গীবত হয়ে গেল, তখন কি করতে হবে? ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে গীবতকারীর তওবা করার নিয়ম হল প্রথমে গীবত করা ছেড়ে দিবে এবং পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করবে। যার অগোচরে গীবত করা হয়েছে তাকে বিষয়টি জানাতে গেলে আরো বেশি মর্মাহত হবার আশংকা আছে, তাই যে সব মজলিসে তার দোষচর্চা হয়েছিল, সেসব স্থানে তার গুণ বর্ণনা করতে হবে এবং অন্য কাউকে তার সম্পর্কে গীবত করতে দেখলে যথাসম্ভব বাধা দিতে হবে। এছাড়া যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েজ। ইমাম নববী বলেন, সৎ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত করা ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে দোষ নেই। তিনি এজন্য ছয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন–

ক) জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের এমন সব লোকের কাছে জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে যাদের কর্তৃত্ব ও মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

খ) অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও প্রতিরোধের জন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে।

গ) কোন ফতোয়া চাইতে গিয়ে মুফতীদের কাছে প্রয়োজনে অন্যদের দোষ বর্ণনা করা যাবে। তবে ভালো হয় যদি নামোল্লেখ না করে বলা হয়, কোন ব্যক্তি এরূপ আচরণ করলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমার বাবা, আমার ভাই আমার সাথে এইভাবে জুলুম করেছে – এভাবে না বলাই ভালো কিন্তু নাজায়েয নয়।

ঘ) হাদীসের বর্ণনাকালে কোন রাবীর দোষত্রুটি থাকলে তা বর্ণনা করা শুধু জায়েযই নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব।

ঙ) বিবাহ, ব্যবসা, লেনদেন ও পরামর্শের ব্যাপারে উপকারের নিয়তে খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা যায়। তবে এখানে নিয়তের বিশুদ্ধতা জরুরী এবং কথাবলার আগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

চ) কাজকর্মে অক্ষম ব্যক্তিদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয় তবে তা জায়েয।

ছ) যারা প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদআতী কাজ করে; যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর অত্যাচার করে, অবৈধ কাজে লিপ্ত হয় তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা যাবে।

জ) কারো পরিচয় দিতে গিয়ে যদি কোন বিশেষ উপাধি বা দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করতে হয় তবে তা জায়েয। যেমন বলা কানা ফকিরটাকে ডেকে আনো। তবে খাটো করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে হলে তা হারাম।

২. অপ্রয়োজনীয় কথা: আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলোনা। কেননা আল্লাহতাআলার স্মরণশূন্য কথাবার্তা মনকে পাষাণ করে দেয় আর পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দুরে। (তিরমিযী)

আবু হুরাইরা থেকে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আমাদের অনেকের জন্যই বিপদজনক। তিনি রসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন: বান্দা যখন ভালো মন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দুরত্বের সমান। (বুখারি ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ মু’মিনদের গুনাবলী জানাতে গিয়ে বলেন: (তারাই মু’মিন) যারা বেহুদা কাজ থেকে দুরে থাকে। (সুরা মুমিনুন:৩) এজন্য যদি আমরা খোশগল্প, আড্ডা ইত্যাদিতে মেতে থাকি তবে বুঝতে হবে আমাদের ঈমানে ঘাটতি আছে।

আলাহ্‌ সুবহানাহুওয়াতাআলা আমাদের আরো সতর্ক করে দিয়েছেন:

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সবকিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা বনী ইসরাইল:৩৬)

এজন্য আমাদের কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। (বুখারি ও মুসলিম)

মুআদ(রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন: তোমাকে কি যাবতীয় কাজের মূল কাজ এবং এর উচ্চ ও উন্নত শিখরের কথা বলবোনা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই বলবেন। তিনি বলেন: দীনের যাবতীয় কাজের মূল উৎস ইসলাম, এর কাজ হল নামায এবং এর উচ্চ চূড়া হল জিহাদ। তিনি পুনরায় বলেন: আমি কি তোমাকে ঐ সবগুলোর মূল বলে দেবোনা? আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল! তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন: এটা তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমরা স্বাভাবিক কথাবার্তায় যা বলে থাকি তার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বলেন: তোমার মা তোমার জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত হোক। মানুষকে তো জিহ্বার উপার্জিত জিনিসের কারণেই জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে।

জাহেলী যুগে আরবদের রাত জেগে গল্প করার অভ্যাস ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) এশার নামাযের পর গল্পগুজব করা অনর্থক বিধায় নিষিদ্ধ করে দেন। উমর (রা) লোকদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিতেন যেন তারা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারে।

৩. চোগলখুরি বা কুটনামি: সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। চোগলখুরির এই অভ্যাস নিন্দনীয় অপরাধ এবং চোগলখোরকে এর জন্য আখেরাতে চরম মুল্য দিতে হবে। রাসুলুলাহ্‌ (সা) বলেন: আমি কি তোমাদের জানাবো না ‘আদহ’ কি? তা চোগলখুরি, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঝগড়ার কথা ছড়ানো। (মুসলিম)

আল্লাহতাআলা কুরআনে বর্ণনা করেন:

(আপনি তার আনুগত্য করবেননা) যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে। (সূরা আল কালাম: ১১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন বড় গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছেনা। তবে হাঁ, বিষয়টি বড়ই। তাদের একজন চোগলখুরি করে বেড়াত আর অন্যজন প্রস্রাবের সময় পর্দা করত না (উন্মুক্ত স্থানে প্রস্রাব করত)। (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, চোগলখোর কখনও বেহেশত প্রবেশ করবেনা। (বুখারি ও মুসলিম)

৪. দ্বিমুখীপনা: আমাদের সমাজে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ দেখা যায় যারা সকালে একজনের বিপক্ষে কথা বলে আবার বিকালে স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তার পক্ষে কথা বলে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একেক জনের কাছে একেক রকম হওয়ার এই বহুরূপী প্রবনতা মুনাফিকির লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ, যে একবার এই দলের কাছে এক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং আরেকবার অন্যরূপে অন্য দলের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। (বুখারি ও মুসলিম)

মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ (রা) বলেছিলেন "লোকেরা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর কাছে এসে বলল, আমরা শাসনকর্তার কাছে যাই এবং তার সাথে কথাবার্তা বলি। যখন সেখান থেকে ফিরে আসি তখন তার বিপরীত কথা বলি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা এটাকে রসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে মুনাফিকি মনে করতাম।" (বুখারি)

৫. মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য: সূরা হাজ্জে আল্লাহতাআলা বলছেন,

وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ

এবং মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর। (সূরা হাজ্জ:৩০)

আমাদের সমাজে মিথ্যা এতই প্রসারিত হয়েছে যে পণ্য বিক্রেতা, বিভিন্ন সংবাদপত্র যারা মিথ্যা থেকে লাভবান হয় তাদের থেকে শুরু করে যাদের মিথ্যা বলায় কোন লাভ নেই তারাও মিথ্যা বলেন। মিথ্যা বলা যে কত বড় গুনাহ তা একটি হাদীস থেকে বুঝতে পারা যায়: রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের প্রশ্ন করেছিলেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের জানাবো না? সাহাবীরা বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে

শরিক করা ও মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া। তিনি হেলান দিয়ে একথাগুলো বলছিলেন। এরপর সোজা হয়ে বসে বললেন: সাবধান! এবং মিথ্যা কথা। (বুখারি ও মুসলিম)

কথায় কথায় মিথ্যা বলা মুনাফিকির লক্ষণ। এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীস আছে যা আমাদের কাছে সুপরিচিত। তবু কেন জানি এক শ্রেণীর মানুষ ঈমানের দাবীদার হয়েও নিতান্ত অপ্রয়োজনে, বড়াই করা জন্য, অন্যের তোষামোদ করা জন্য প্রায়শই মিথ্যা বলে থাকে। মিথ্যাবাদীদের শাস্তি অতি ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (সা) কে একবার স্বপ্নে মিথ্যাবাদী লোকদের শাস্তি দেখানো হয়। তিনি বলেন: আমরা (তিনি ও তাঁর দুই সঙ্গী) এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার আঁকড়া (হুক) নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার একদিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমন্ডলের অপরদিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্ব চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ্ব আগেরমত ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে। তাকে জানানো হলো সে ব্যক্তি সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত। (বুখারি)

মিথ্যা কথা বলার মত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও গুরুতর অপরাধ। শরীয়তে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে। আমাদের দেশে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যায়। গলাকাটা পাসপোর্ট ব্যবহার করা, সার্টিফিকেট জাল করা, হয়রানির জন্য মিথ্যা মামলা, ভুয়া পরিচয় ও ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার এখন মামুলি ব্যাপার। এসবই মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুরা ফুরকানে আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতাআলার বলেন:

(রাহমানের বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। (সূরা ফুরকান:৭২)

শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মিথ্যা বলা হারাম। সেই শর্তগুলো ইমাম নববী বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে তা হল:

ক) প্রাণ ও ধন সম্পদ লুট হওয়ার লুট হওয়ার আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা বলা যাবে।

খ) কারো কাছে আমানত গচ্ছিত থাকলে জালিম যদি তা ছিনিয়ে নিতে চায় তবে মিথ্যা বলার মাধ্যমে তা গোপন করা ওয়াজিব। এসব ক্ষেত্রে রূপক ভাষার মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দুই বিবাদমান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়, বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং কল্যাণের কথা বলে। (বুখারি ও মুসলিম)

উম্মে কুলসুম (রা) বলেন, আমি তাকেঁ (সা) কখনও মানুষকে চতুরতা অবলম্বন করার অনুমতি দিতে শুনি নাই। তবে তিনটি ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন, যুদ্ধের ব্যাপারে, মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি ও শান্তি স্থাপনে এবং স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনে।

স্বামী স্ত্রীর মিথ্যা বলারও সীমারেখা আছে। স্বামী স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা প্রশংসা করতে পারে, স্ত্রী সংসারের কোন সমস্যার কথা স্বামীকে জানানো ঝুঁকিপূর্ণ মনে করলে মিথ্যা বলতে পারে বা সত্য গোপন করতে পারে।

কথা বলায় অন্যান্য সতর্কতা:

ক) কথায় কথায় অভিশাপ দেয়া উচিত নয়। একটি হাদীসে বলা হয়েছে মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রুপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও অসদাচারী হতে পারেনা। (তিরমিযি) রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লানত করে তখন তা আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু আসমানের দরজা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু সাথে সাথে পৃথিবীর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তা আবার ডানে বামে ছুটাছুটি করে। কিন্তু সেখানেও যদি কোন স্থান না পায় তাহলে যার উপর অভিশাপ করা হয়েছে সেখানে ফিরে যায়। যদি তা অভিশাপের উপযোগী হয় তবে সেখানে পতিত হয়, অন্যথায় তা অভিশাপকারীর কাছেই ফিরে যায়। (আবু দাউদ) তবে নাম নির্দিষ্ট না করে অভিশাপ দেয়া জায়েয। যেমন আল্লাহ জালিমদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন (সূরা হুদ:১৮, সূরা আরাফ:৪৪)।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও অভিশাপ দিয়েছেন সুদখোর, পরচুলা পরিধানকারী মেয়েদের ও যারা তাদের ঐ কাজ করে দেয়, যারা জীবজন্তুর ছবি নির্মাণ করে, জমির সীমানা অবৈধভাবে পরিবর্তন করে, যে পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, যে বিদআতী লোকদের আশ্রয় দেয়, যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পড়ে ইত্যাদি।

খ) কাউকে গালি দেয়া ও খারাপ উপনাম দেয়া নিন্দনীয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: মুসলিমদের গালমন্দ করা ফাসেকি এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরি। (বুখারি ও মুসলিম) আলাহ্‌র রাসূল মৃত ব্যক্তিদের গালি দিতেও নিষেধ করেছেন। (বুখারি)
আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) লোকদের উপর গালাগাল করতে এবং পিছনে দোষ প্রচার করতে অভ্যস্ত। (সূরা হুমাযাহ:১)

গ) কাউকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা এবং হেয়, তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা যাবেনা। আল্লাহ কুরআনে এ ব্যাপারে সাবধান বাণী দিয়েছেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

হে ইমানদারগণ! পুরুষরা যেন পুরুষদের ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হয়) মধ্যে এদের চেয়ে উত্তম লোক আছে। আর মহিলারা যেন মহিলাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হয়) মধ্যে এদের চেয়ে উত্তম লোক আছে। নিজেরা নিজেদের প্রতি শ্লেষ বাক্য নিক্ষেপ করোনা, একে অপরকে খারাপ উপনামে ডেকোনা। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকি কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ। যেসব লোক এরূপ আচরণ থেকে তওবা করে বিরত না হবে, তারাই জালিম। (সূরা হুজুরাত:১১)

অর্থাৎ কারো সম্পর্কে এমন কোন দোষ বলা যাবেনা যা শুনে শ্রোতারা হাসতে থাকে। এটা যেমন মুখ দিয়ে করা হয়, তেমনি হাতপা ইত্যাদি দিয়ে ব্যঙ্গ বা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও করা হয়ে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলতেন, কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, পাছে আমিও কুকুর হয়ে যাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: মানুষের মধ্যে দুটি জিনিস থাকলে তা তাদের কুফরির কারণ হয়ে দাঁড়ায়: বংশের খোঁটা দেয়া ও মৃতের জন্য বিলাপ করা। (মুসলিম)

ঘ) ইসলামের কোন দিক নিয়ে অজ্ঞতাবশত কথা বলা যাবেনা। আল কুরতুবী তাঁর তাফসীরে যেসব লোক কুরআন পড়তে গিয়ে বলে 'আমার মনে হয়', 'আমার মন বলে' অথবা 'আমার মতে' সে সব লোক সম্পর্কে বলেন যে তারা আসলে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলে এবং এটা একটা অন্যতম বড় অপরাধ। এবং এরা প্রকৃতপক্ষে যিনদিক এবং তিনি বলেন যে, এদের মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা উচিত।

আমাদের দেশে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে গ্রাম্য সালিশগুলোতে মনগড়া ফতোয়া পাওয়া যাচ্ছে, এবং এটি এখন তথাকথিত প্রগতিবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। যেসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ও সংগঠন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলে

বেড়াচ্ছে ১৪০০ বছরের পুরানো ইসলাম এই যুগে অচল, ইসলামের আইন ও শাসন মেনে নেয়া মানে পিছিয়ে পড়া, গণতন্ত্রই আমাদের মুক্তি দিবে– তাদের ঈমান আকিদা নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের বেশিরভাগ মসজিদের ঈমামই স্বল্প শিক্ষিত, তারাও অজ্ঞতাবশত বহু জাল হাদীস সমাজে প্রচার করছে এবং বিদআতে মানুষকে উৎসাহ জোগাচ্ছে। আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। আলী (রা) এমনি এমনি বলেননি, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। ইসলাম পালন করতে হলে প্রতিটি মানুষকে দীন শিক্ষা করতে হবে, বর্তমান যুগে যেখানে ইসলাম প্রতিনিয়ত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের শিকার সেখানে এই কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। আফসোসের কথা আমরা মোটা মোটা কয়েক ভলিউম উপন্যাস পড়তে পারি (যা আমাদের জীবনে কোন কাজে আসবেনা) কিন্তু কুরআনটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থবুঝে পড়তে পারিনা।

ঙ) ইসলামের কোন বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফরি। কেউ যদি দ্বীনের কোন অংশকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, তবে এ কাজটি কুফরীর অন্তর্গত, এর দ্বারা তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে পাকে বলেন:

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ

বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তার রাসূলকে উপহাস করছিলে? কোন অযুহাত নয়! তোমরা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ। (সূরা আত তাওবাহ: ৬৫-৬৬)

ইসলামের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তো বটেই, আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কোন সুন্নাহ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাও এ বিধানের আওতায় পড়বে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে সমাজে দাঁড়ি রাখা, মহিলাদের হিজাব পরিধান করা প্রভৃতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাকে অত্যন্ত হালকা ভাবে নেয়া হয়, অনেক মুসলিমই না জেনে এরকম কাজ করে থাকেন; এ বিষয়ে তাই অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

চ) শিরকি কথা বলা পরিহার করতে হবে। 'ধুর কি ঝামেলায় পড়লাম!', 'কেন যে আমার কপালে এইসব জুটে!', 'সকাল থেকেই কুফা লেগে আছে!', 'আমাকেই কেন সবসময় ঠকতে হয়!' – এ জাতীয় বিরক্তিসুচক উক্তি মুসলিমদেরকে একেবারেই পরিহার করতে হবে, কারণ হয় এসব উক্তির অর্থ দাঁড়ায় যে জাগতিক ব্যাপারে আল্লাহর কোন ভূমিকা নেই, যা তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ্‌র ধারণার পরিপন্থী, আর নয়ত এসব উক্তির দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিরক্তি প্রকাশ

করা হয়, যা এক প্রকার অকৃতজ্ঞতা এবং বিরাট ধৃষ্টতা। আমাদের দেশে আব্দুস সামাদ নামধারী লোককে সামাদ, সামাদ সাহেব ইত্যাদি নামে ডাকা হয়, এরূপ করা নিষিদ্ধ কেননা সামাদ আল্লাহর এমন একটি নাম, যা কোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, তাই শুরুতে আবদ শব্দ যোগ করে ডাকতে হবে। তেমনি কাউকে আব্দুর রাসূল, আব্দুল হোসাইন প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে না। 'আপনার দয়ায় বেচেঁ আছি', 'ডাক্তার সাহেব না থাকলে আমি মরেই যেতাম', 'আমার টাকায় সংসার চলে' এসব কথার মধ্যেও শিরক মিশে আছে। আল্লাহ সব অপরাধ ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরক কখনও ক্ষমা করবেননা।

ছ) দান করে খোঁটা দেয়া যাবেনা। আল্লাহ সুবহানুতাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ

হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান খয়রাতকে খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিওনা, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। (সূরা বাকারা: ২৬৪)

আল্লাহ কেয়ামতের দিন তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেননা, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্রও করবেননা। তারা হল উপকার করে খোঁটাদানকারী, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী ও কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী (গর্ব ও অহংকার করে লুঙ্গি ও পরিধেয় বস্ত্র গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধানকারী)। (মুসলিম)

জ) *যারা* আল্লাহ *ও রসূলকে পীড়া দেয়* আল্লাহ *তো তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।* (সূরা আহ্যাব :৫৭) আমরা যদি সময়কে গালি দিই তবে আল্লাহকে পীড়া দেয়া হয়। যেমন বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান যমানাকে গালি দিয়ে আমাকে পীড়া দেয়, অথচ যমানা সৃষ্টিকারী আমি নিজেই, তার দিবানিশি আমি পরিবর্তন করি।

উপসংহারে আল্লাহ সুবহানুতাআলার কাছে এই দোয়াই করি তিনি যেন আমাদের সকলকে সংযতবাক হওয়ার তওফিক দান করেন। কুরআনের এই বাণী যেন আমরা কখনও না ভুলি:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব: ৭০-৭১)

সমাপ্ত